<u>কলকাতার উচ্চ আদালতে</u>

<u>সংবিধানের রিট বিচার বিভাগীয়</u>

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ-

বিচারপতি পার্থ সারথি সেন

২০১৬ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ২৯৬৭৮

শ্রী জ্যোতির্ময় সর্দার

বনাম

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী মালয় ধর, আইনজীবী

শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার, আইনজীবী,

শ্রী অমিত বিক্রম মাহাতা, আইনজীবী ।

উত্তরদাতার পক্ষে/সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াঃ শ্রী বিশ্বম্ভর ঝা, আইনজীবী।

শেষ শুনানীঃ ১৫.০৯.২০২৩

রায়: **২০.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি, পার্থ সারথি সেন -</u>

১। ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা এই রিট পিটিশনে রিট আবেদনকারী উত্তরদাতার আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন যা তাকে মেমো নং. আরও/এস/কেওল/এইচআরডি/ডিএডি/২০১৪-১৫/০৭/১০২৭ তারিখ ৩০.০৭.২০১৪-এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে -

"সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স এমপ্লয়িজ (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আপিল) রেগুলেশনস, ১৯৭৬-এর রেগুলেশন ৪ (এফ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের হ্রাসের সময়কালে আধিকারিকের বেতনের বৃদ্ধি হবে না বলে আরও নির্দেশ দিয়ে তাঁর অবসর গ্রহণ অবধি সময়ের জন্য মৌলিক বেতন দুটি পর্যায়ে হ্রাস করা হয়েছে।"

২। এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, রিট আবেদনকারীকে প্রত্যর্থীর কালিঘাট শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁর ক্ষমতা পালনের সময়কালে প্রত্যর্থী নং ১-ব্যাঙ্ক অভিযোগ করেছে যে তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের বাড়ি নির্মাণের ঋণ মঞ্জুর করার সময় অনিয়ম করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে ৩১.১০.২০১১ তারিখের একটি মেমো দেওয়া হয়েছিল, যেখানে রিট আবেদনকারীকে সাত দিনের মধ্যে তার ব্যাখ্যা জমা দিতে বলা হয়েছিল।

৩। রিট আবেদনকারী তার ব্যাখ্যা জমা দিয়েছিলেন যার প্রতি উত্তরদাতা-ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং সে কারণেই ০৬.১২.২০১৩ তারিখের স্মারকলিপির আড়ালে রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দুটি শিরোনামে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন, মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি উভয়ই প্রমাণ রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এই ধরনের প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে তদন্ত কর্মকর্তা উভয় অভিযোগই আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে খুঁজে পেয়েছেন।

৪। যখন বিষয়টি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়, তখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ১ নং অভিযোগ এবং ২ নং অভিযোগ উভয়ের ক্ষেত্রেই তদন্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয় এবং এইভাবে জরিমানা প্রদান করে যা আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ধর তাঁর জমা দেওয়ার সময় রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিটের সাথে প্রদত্ত ৩১.১০.২০১১ তারিখের স্মারকলিপির দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ধর যুক্তি দেখিয়েছেন যে তুলনামূলক অধ্যয়নের পরে উক্ত মেমো এবং উপরোক্ত চার্জশিটটি প্রকাশ করবে যে উল্লিখিত মেমো তারিখ ৩১.১০.২০১১ যদিও ব্যাংকের গ্রাহকদের অনুকূলে গৃহনির্মাণ ঋণ অনুমোদনে অনিয়মের অভিযোগের কথা বলেছেন

বিশ্বজিত ঘোষ, সবিতা চ্যাটার্জি, প্রদীপ দেবনাথ এবং গোপা মুখার্জির মতো ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের পক্ষে গৃহনির্মাণ ঋণ অনুমোদন করা হলেও 'মেসার্স গোবিন্দ স্টোর' (মালিক দিলীপ বনিক)-এর নগদ ঋণের সীমা অনুমোদনে কোনও অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে এই স্মারকলিপিটি সম্পূর্ণ নীরব। এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে রিট আবেদনকারীকে তাদের ১ নম্বর তারিখের স্মারকলিপিতে 'মেসার্স গোবিন্দ স্টোর'-এর নগদ ঋণের সীমা অনুমোদনের অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনও সুযোগ না দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাদের প্ররোচনায় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এইভাবে রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, যেহেতু মেসার্স গোবিন্দ স্টোরের পক্ষে নগদ ক্রেডিট সীমা অনুমোদনের বিষয়ে চার্জ নং ২-কে চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই তারিখের মেমো জারি করার সময় তা বিকৃত করার কোনও সুযোগ না দিয়ে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ তার ০৬.১২.২০১৩-এর চার্জশিটে চার্জ নং ২ অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে কাজ করেছে এবং তারপরে বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে চার্জ নং ২ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

৬. রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা নং ৪৯৫-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রিট আবেদনকারীর আইনজীবী জনাব ধর এই আদালতে জমা দিয়েছেন যে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে রিট আবেদনকারী তার তারিখের ২৮.০২.২০১৪ চিঠির আড়ালে লিখিত যুক্তির প্রকৃতির সমাপ্ত কার্যধারার বিষয়ে একটি লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ জমা দিয়েছেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়, তদন্ত কর্তৃপক্ষ এই ধরনের লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ মোটেও বিবেচনা করেনি এবং শ্রী ধরের মতে নথিতে থাকা প্রমাণ বিবেচনা না করেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে এটি দ্বারা কলুষিত করা হয়েছে। মামলার প্রমাণ এবং মামলার যোগ্যতা এবং একই বিষয়টি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ই উপেক্ষা করেছে।

৭। শ্রী ধর আরও যুক্তি দেখান যে, এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ই তাদের স্বাধীন মন প্রয়োগ না করে তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতিবেদনটি যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল, অন্যথায়, তারা ইতিবাচকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারত যে বর্তমান রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তৈরি করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন ছিল। তাঁর জমা দেওয়ার সময় রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ধর, **বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কো. পুট লিমিটেড বনাম পুণ্য প্রিয়া দাস গুপ্তের** উপর তাঁর নির্ভরতা প্রকাশ করেন যা **এআইআর ১৯৭০ এসসি ৪২৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

৮। শ্রী ধর এইভাবে যুক্তি দেখান যে যেহেতু তদন্ত কর্তৃপক্ষ, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানগুলি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং বিপরীতভাবে যেহেতু সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এবং/অথবা প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের অনুসন্ধানগুলি বিকৃত বলে মনে করা যেতে পারে এবং বর্তমান রিট আবেদনকারীর পক্ষে যথাযথ ত্রাণ (গুলি) মঞ্জুর করা যেতে পারে।

৯। এর বিপরীতে, শ্রী ঝা উত্তরদাতার আইনজীবী-ব্যাঙ্ক এই আদালতে জমা দেয় যে বর্তমান রিট আবেদনকারীকে ৩১.০৫.২০১৫-এ তাঁর চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি কোনও আপত্তি ছাড়াই তাঁর সমস্ত অবসরকালীন সুবিধা পেয়েছিলেন। **২০১৭ সালের ডব্লিউপি নং ৩০১০৮** (ডব্লিউ)-এ (**শ্রী প্রতাপ রায় বনাম কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও অন্যান্য)** ২৪.০১.২০১৮-এ গৃহীত সমন্বয় বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রিট পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে মনে করা যেতে পারে।

১০। ৩০.০৭.২০১৪ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলা হয়েছে যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করতে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে যা দেখায় যে রিট আবেদনকারী কার্যত আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তারপরে তার মন পরিবর্তন করেছেন এবং এইভাবে এই রিট পিটিশন দাখিল করেছেন।

১১। উত্তরদাতা-ব্যাঙ্কের বিদ্বান উকিল শ্রী ঝা আরও যুক্তি দেখান যে, চার্জশিটে ২ নং অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ন্যায়বিচারের কোনও ত্রুটি ঘটেনি এবং এইভাবে রিট আবেদনকারীর প্রতি কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি হয়নি কারণ তিনি ২ নং অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন না করে তদন্তের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সামনে বা আপিল কর্তৃপক্ষের সামনেও এ জাতীয় কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। ঝা বলেন, যেহেতু তদন্ত কর্তৃপক্ষ এবং/অথবা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং/অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানগুলি প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, তাই এই রিট পিটিশনে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই।

১২। শ্রী ঝা, এইভাবে বলেন যে এটি তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন খারিজ করার জন্য একটি উপযুক্ত মামলা।

১৩। যেহেতু তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনের রক্ষণযোগ্যতার বিষয়টি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে উত্তেজিত হয়েছে, তাই এই আদালত তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনের রক্ষণযোগ্যতার বিষয়টি খুব শুরুতে বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছে।

১৪। এই আদালত প্রতাপ রায়ের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে ২৪.০১.২০১৮ তারিখের সমন্বয় বেঞ্চের সিদ্ধান্তটি সূক্ষ্মভাবে দেখেছে। এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতাপ রায়ের (সুপ্রা) সিদ্ধান্তটি বেশ আলাদা

এই মামলার সাথে জড়িত তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রতাপ রায়ের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে রিট আবেদনকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার পরিবর্তে সরাসরি রিট পিটিশন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবং কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদ ছাড়াই তাঁর সমস্ত অবসরকালীন বকেয়া গ্রহণ করেছিলেন। মামলাটি যদিও এখানে বেশ আলাদা। বর্তমান রিট আবেদনকারী তদন্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে সমস্ত উচ্চতর ফোরামকে ক্লান্ত করে ফেলেছিলেন এবং তাদের আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে এই রিট পিটিশন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

১৫। স্বীকারযোগ্য যে রিট আবেদনকারী ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে অবসর নিয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত অবসরকালীন সুবিধা পেয়েছিলেন কিন্তু এই আদালতের বিবেচনায় রিট আবেদনকারীর অবসরকালীন সুবিধার গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে এই ভিত্তিতে রিট পিটিশন দায়ের করে এই আদালতে যেতে বাধা দেয় না যে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে তাঁর আদালতের কাছে এটি প্রতীয়মান হয় যে এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলি থেকে রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট যে বর্তমান রিট আবেদনকারী কখনও তাঁর উপর আরোপিত শাস্তি গ্রহণ করেননি এবং এইভাবে এই আদালত সহ সমস্ত উচ্চতর ফোরামের কাছে গিয়েছিলেন। এই অবস্থানের কারণে এই আদালত মনে করে যে বর্তমান রিট পিটিশনটি খুব রক্ষণযোগ্য।

১৬। এই আদালত এখন রিট আবেদনটি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব করছে। এই আদালতে উপস্থাপিত উপকরণ থেকে মনে হচ্ছে যে বর্তমান রিট আবেদনকারীকে ৩১.১০.২০১১ তারিখে বিবাদী-ব্যাংক কর্তৃক একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে এবং যার মাধ্যমে বিশ্বজিৎ ঘোষ, সবিতা চ্যাটার্জী, প্রদীপ দেবনাথ এবং গোপা মুখার্জী নামে চার ব্যক্তির অনুকূলে গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণের সময় রিট আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে রিট আবেদনকারীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল।

১৭। উল্লিখিত মেমোতে 'এম/এস'-এর পক্ষে নগদ ক্রেডিট সুবিধার অনুমোদনের বিষয়ে কোনও অভিযুক্ত অনিয়ম সম্পর্কে কোনও ফিসফিস নেই গোবিন্দ স্টোরস'। এই আদালত বিবেচনা করে যেহেতু মেমোতে তারিখ দেওয়া হয়েছে ৩১.১০.২০১১ 'সি/সিএ/সি' সংক্রান্ত ০৬.১২.২০১৩ তারিখের স্মারকলিপির আড়ালে 'এম/এস গবিন্দ দোকান' -এর নগদ ক্রেডিট সুবিধার অনুমোদনের বিষয়ে অভিযোগ নং ২ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ নেই। গোবিন্দ স্টোরস (প্রোপ. দিলীপ বণিক)' অনুমোদিত নয় যেহেতু একই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন এবং তাই ০৬.১২.২০১৩ তারিখের স্মারকলিপির বিষয়ে অভিযোগ নং ২ যেমন উত্তরদাতা নং ২ -ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা হয়েছে তাই বাতিল করা হয়েছে৷

১৮। যতদূর পর্যন্ত বর্তমান রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগ নং ১ সম্পর্কিত, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের পূর্বোক্ত চার গ্রাহকের পক্ষে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়মের ক্ষেত্রে এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে এই আদালতের রিট এখতিয়ারে বসে তদন্ত কর্তৃপক্ষ, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের সমবর্তী তথ্যগত এবং যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই।

১৯। বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ এবং/অথবা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগটি বম্বেতে বিচার বিভাগীয় হাইকোর্টের **রেজিস্ট্রার বনাম শসিকান্ত ভি. পাটিল এবং আরেকজন-এ** করা সিদ্ধান্তে মোকাবিলা করা হয়েছে **(২০০০) ১ এসসিসি ৪১৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছে:

"১৬। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার দ্বারস্থ হয়েছে মনে হয় যেন এটি হাইকোর্টের প্রশাসনিক/শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের সময় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যদি এই ধরনের কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে বা এই ধরনের তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ প্রবিধান লঙ্ঘন করে কার্যধারা পরিচালনা করে থাকে বা যদি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মামলার প্রমাণ ও যোগ্যতার বাইরে বিবেচনার দ্বারা কলুষিত হয়, অথবা যদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উপসংহারটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বা কৌতুহলী হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না, বা উপরের অনুরূপ ভিত্তি। কিন্তু আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ (এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের শৃঙ্খলা কমিটি) তথ্যের একমাত্র বিচারক, যদি তদন্তটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানটি হল যে যদি এমন কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার উপর ভিত্তি করে ফলাফলগুলি হতে পারে, তবে সেই প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা এমনকি নির্ভরযোগ্যতা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে প্রচারের বিষয় নয়।

১৭। এ. পি. বনাম এস. শ্রী রাম রাও [এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি. ১৭২৩: (১৯৬৪) ৩ এস. সি. আর. ২৫] মামলায় এই আদালত তাই বলেছে এবং আরও পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল আদালত হিসেবে হাইকোর্ট গঠিত হয় না: এটি নির্ধারণ করার জন্য উদ্বিগ্ন যে তদন্তটি সেই পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং সেই পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা। এমন কিছু প্রমাণ আছে কিনা, যা তদন্ত পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে এবং কোন প্রমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে যে অপরাধী কর্মকর্তা অভিযোগের জন্য দোষী, তা হাইকোর্টের কাজ নয় যে ধারা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিটের আবেদনে প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং প্রমাণের উপর একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।"

১৮। উপরের অবস্থানটি এই আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে পুনর্ব্যক্ত করেছে। তাদের মধ্যে একটি হল বিসি চতুর্বেদী বনাম ভারত ইউনিয়ন [(১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৭৪৯:১৯৯৬ এসসিসি (এলএন্ডএস) ৮০: (১৯৯৬) ৩২ এটিসি ৪৪]।

> *১৯। হাইকোর্টের যুক্তি যে, যখন শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের থেকে আলাদা হয়, তখন তদন্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং তদন্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা অপরিহার্য, এটি বেশ অযৌক্তিক এবং প্রশাসনিক আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতির পরিপন্থী। শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন নিয়ে আপিল বা পুনর্বিবেচনামূলক সংস্থা ছিল না। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তদন্তের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল অপরাধী আধিকারিককে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি পূরণ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা এবং এই ধরনের তদন্তে সংগৃহীত উপকরণগুলির পাশাপাশি তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি দিয়ে শাস্তিমূলক কর্তৃত্ব প্রদান করা। তদন্ত আধিকারিকের অনুসন্ধানগুলি কেবল উপাদানগুলির বিষয়ে তাঁর মতামত, তবে এই ধরনের অনুসন্ধানগুলি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যতামূলক নয় কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ এবং তাই, সেই কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা প্রকাশিত মতামতের কথা মাথায় রেখে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে পারে। কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় নয় যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের "বিস্তারিতভাবে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং তদন্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা উচিত।" অন্যথায় এর অবস্থান। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ একটি অধস্তন স্তরে অবনমিত হবে। "*

প্রবীণ কুমার বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য রিপোর্ট করা হয়েছে (২০২০) ৯ এসসিসি ৪৭১ মামলার ক্ষেত্রে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল।

২০। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে বর্ণিত আইনের প্রস্তাবনাগুলিকে মাথায় রেখে এই আদালত দেখতে পায় যে তদন্ত কর্তৃপক্ষ, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং

অভিযোগ নং ১ সম্পর্কিত তদন্ত কর্তৃপক্ষ কোনও উপাদানের অভাবে উদ্বিগ্ন যে পূর্বোক্ত তিনটি কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এবং তাদের সামনে উপলব্ধ কোনও উপকরণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং বর্তমান রিট আবেদনকারী তার বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগ মেটানোর কোনও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পাননি।

২১। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আদালত ব্যাঙ্কের পূর্বোক্ত চার গ্রাহকের পক্ষে গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণে কথিত অনিয়মের বিষয়ে ১ নং চার্জ সম্পর্কিত তদন্ত কর্তৃপক্ষ, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পায় না।

২২। যেহেতু এই আদালত ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বর্তমান রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত ২ নং অভিযোগটি বাতিল করে দিয়েছে, তাই রিট আবেদনকারীর উপর আরোপিত শাস্তি পর্যাপ্ত কি না এবং যদি অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, তবে এই রিট কোর্টের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

২৩। এই মুহূর্তে এই আদালত এস. আর. তিওয়ারি বনাম ভারত সরকার এবং (২০১৩) ৬ এস. সি. সি ৬০২-এ রিপোর্ট করা অন্য একটি সিদ্ধান্তের দিকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে মাননীয়া শীর্ষ আদালত নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেঃ -

২৪. শাস্তির পরিমাণের উপর হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি এই আদালত বেশ কয়েকটি রায়ে বিবেচনা করেছে এবং এটি বলা হয়েছে যে যদি অসদাচরণের গুরুত্বের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হয় তবে এটি নির্বিচারে হবে এবং এইভাবে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের আদেশ লঙঘন করবে। রঞ্জিত ঠাকুর বনাম ভারত ইউনিয়ন (রঞ্জিত ঠাকুর বনাম ভারত ইউনিয়ন, (১৯৮৭) ৪ এসসিসি ৬১১:১৯৮৮ এসসিসি (এলএন্ডএস) ১:

(১৯৮৭) ৫ এটিসি ১১৩: এআইআর ১৯৮৭ এসসি ২৩৮৬], এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (এসসিসি পিপি. ৬২০-২১, অনুচ্ছেদ ২৫ ও ২৭) "

২৫। তবে সাজাটি অপরাধ এবং অপরাধীর জন্য উপযুক্ত। এটি প্রতিহিংসাপরায়ণ বা অযথা কঠোর হওয়া উচিত নয়। এটি অপরাধের জন্য এতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত নয় যে বিবেককে আঘাত করে এবং পক্ষপাতিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ধারণার অংশ হিসাবে আনুপাতিকতা মতবাদটি নিশ্চিত করবে যে এমনকি এমন কোনও দিকের ক্ষেত্রেও যা অন্যথায় কোর্ট মার্শালের একচেটিয়া প্রদেশের মধ্যে রয়েছে, যদি সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আদালতের সিদ্ধান্তটি যুক্তির একটি অপমানজনক অবজ্ঞা হয়, তবে সাজাটি সংশোধন থেকে কম হবে না।

২৭। বর্তমান ক্ষেত্রে শাস্তি এতটাই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো এবং ন্যায়সঙ্গত করার জন্য। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় এটিকে অসম্পূর্ণ থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

(জোর সরবরাহ করা হয়েছে)

২৫। বিসি চতুর্বেদী বনাম ভারত ইউনিয়ন [(১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৭৪৯:১৯৯৬ এসসিসি (এলএন্ডএস) ৮০: (১৯৯৬) ৩২ এটিসি ৪৪: এআইআর ১৯৯৬ এসসি ৪৮৪] মামলায়, এই আদালত তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার পরে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত "সাধারণত" তার নিজস্ব উপসংহার বা জরিমানার বিকল্প হতে পারে না। তবে, যদি কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদালতের "বিবেককে ধাক্কা দেয়", তবে এটি যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে আরোপিত জরিমানার পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেবে এবং ব্যতিক্রমী ও বিরল ক্ষেত্রে, মামলাটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য, তার সমর্থনে যথাযথ কারণে যথাযথ শাস্তি আরোপ করবে। আনুপাতিকতার বিষয়টি পরীক্ষা করার সময়, আদালত যে পরিস্থিতিতে অসদাচরণ করা হয়েছিল তাও বিবেচনা করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, বিদ্যমান পরিস্থিতি অভিযুক্তকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে যদিও সে তা করতে চায়নি। আদালত আরও পরীক্ষা করতে পারে, যদি আদেশটি বাতিল করা হয় বা অন্য কোনও জরিমানা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। তবে, এটি খুব বিরল ক্ষেত্রেই যে আদালত মামলাটি সংক্ষিপ্ত করতে পারে, এর পরিবর্তে শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের কথা ভাবতে পারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি।

২৬. ভি. রামানা বনাম এ. পি.এস. আর. টি. সি. [(২০০৫) ৭ এস. সি. সি. ৩৩৮:২০০৬ এস. সি. সি. (এল. অ্যান্ড এস) ৬৯: এ. আই. আর. ২০০৫ এস. সি. ৩৪১৭], এই আদালত শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগকে কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে যখন এটি পাওয়া যায় যে এটি অভিযোগের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ কেবল তখনই অনুমোদিত যদি এটি "আদালতের বিবেকের জন্য মর্মান্তিক বলে মনে করা হয়, এই অর্থে যে এটি যুক্তি বা নৈতিক মানকে অমান্য করে। একটি সাধারণ কোর্সে, যদি আরোপিত শাস্তি মর্মান্তিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে শাস্তির পরিমাণ পুনর্বিবেচনার জন্য শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া উপযুক্ত হবে। যাইহোক, মামলা মোকদ্দমা সংক্ষিপ্ত করার জন্য, ব্যতিক্রমী এবং বিরল ক্ষেত্রে, আদালত নিজেই রেকর্ড করে যথাযথ শাস্তি আরোপ করতে পারে এর সমর্থনে সুনির্দিষ্ট কারণ। "

২৪। এই মামলার সঙ্গে জড়িত তথ্য ও পরিস্থিতি এবং (সুপ্রা) আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আপিল কর্তৃপক্ষ তার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বেতনের সময়সীমা অনুযায়ী দুটি ধাপে মৌলিক বেতন কমানোর শাস্তি এই নির্দেশের সঙ্গে আরোপ করেছে যে, বর্তমান রিট আবেদনকারী এই ধরনের হ্রাসের সময়কালে বেতন বৃদ্ধি পাবেন না। তবে, এই ধরনের শাস্তি পূর্বোক্ত দুটি অভিযোগের প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, যা এখন আলোচনার (সুপ্রা) পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

২৫। যেহেতু এই আদালত রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২ নং অভিযোগটি বাতিল করে দিয়েছে, তাই শাস্তির পরিমাণ পরিবর্তন করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, যারা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার কর্মচারীদের রেগুলেশন ৪ (চ)-এর (শৃঙ্খলা ও আপিল)) প্রবিধান, ১৯৭৬ পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শাস্তি আরোপ করতে পারে।

২৬। এই আদালতে উপস্থিত হয় যে যদি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে একটি বিকল্প জরিমানা আরোপ করার নির্দেশ দেওয়া হয় যা বর্তমান রিট আবেদনকারীর জন্য ন্যায়বিচার হবে কারণ এটি আবার মামলা মোকদ্দমাকে দীর্ঘায়িত করবে বিশেষত যখন বর্তমান রিট আবেদনকারী অনেক আগে অবসর নিয়েছেন অর্থাৎ ৩১.০৫.২০১৫। এই জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বিবেচনা করে যে এই আদালত যদি রিট আবেদনকারীর উপর উপরে নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য যথাযথ শাস্তি আরোপ করে তবে ন্যায়বিচারটি সাব-সার্ভ করা হবে।

২৭। এই আদালত এইভাবে রিট আবেদনকারীর উপর নিম্নলিখিত জরিমানা আরোপ করার জন্য প্রত্যর্থী-ব্যাঙ্ক এবং তার আধিকারিকদের নির্দেশ দেয়, অর্থাৎ "শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরিমানা আরোপের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বেতনের সময়সীমার মধ্যে মৌলিক বেতন এক পর্যায়ে হ্রাস করা হবে এবং আরও নির্দেশ দেওয়া হবে যে রিট আবেদনকারী রেগুলেশন ৪ (এফ) এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ (শৃঙ্খলা ও আপিল) রেগুলেশন, ১৯৭৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের হ্রাসের সময়কালে বেতন বৃদ্ধি পাবেন না।

২৮। নির্দেশিত হিসাবে শাস্তির পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি (উপরে) উত্তরদাতা-ব্যাঙ্ককে এতদ্বারা রিট আবেদনকারীর অবশিষ্ট অবসরকালীন সুবিধা/বকেয়া পুনরায় গণনা করতে এবং এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে রিট আবেদনকারীর পক্ষে তা বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৯। পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি আংশিকভাবে অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হয়।

৩০। তবে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩১. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, দেওয়া হবে সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার সময় পক্ষগুলিকে।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি সেন)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly